بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৭ নভেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো জার্মানীতে সেবারত মুরব্বীগণ

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বললেন যে, মানুষকে ধর্ম ও বিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে আনতে পাশ্চাত্যে সেবারত জামা'তের মুরব্বীদের চেষ্টা করা উচিত

১৫ নভেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জার্মানীতে দায়িত্বপালনরত মুরব্বীগণ (ধর্ম-প্রচারক ও আলেম)।

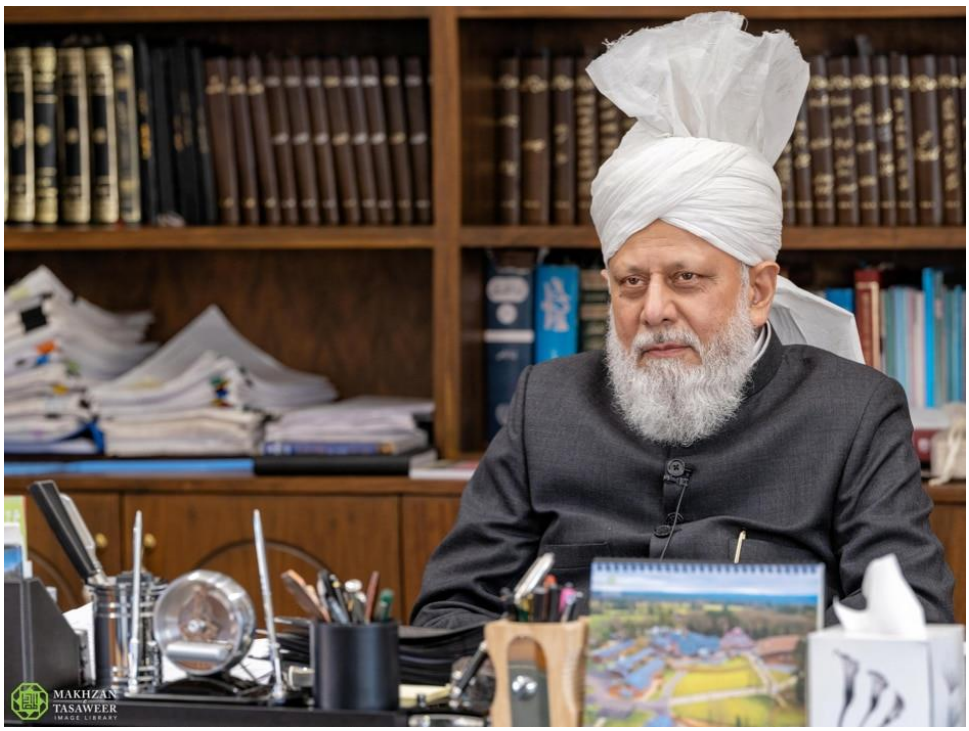

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর জামা'তের মুরব্বীগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জার্মানীর জাতীয় সদর দপ্তর ফ্রাঙ্কফুর্টের *বায়তুস সবূহ্ মসজিদ* থেকে যোগদান করেন।

পঁয়ষট্টি মিনিটের এ সভায় উপস্থিত সকলেই হুযূর আকদাসের সাথে সরাসরি কথোপকথন এবং দোয়া ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

সামগ্রিকভাবে জামা'তের মুরব্বীদের সম্বোধন করে হুযূর আকদাস আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"দোয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে নিজেকে নিমজ্জিত করা ছাড়া যুগ-খলীফার প্রকৃত সাহায্যকারী হওয়া সম্ভব নয়। পাঁচ বেলা ফরয নামাযের পর, নফল নামাযগুলোই হল সেই মাধ্যম, যা আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের পথে অগ্রসর করবে এবং আপনাদের দায়িত্বসমূহ সর্বোত্তমভাবে পালন করার সামর্থ দান করবে, আর এটাও নিশ্চিত করবে যে, আপনারা যে কাজই করেন তা যেন কল্যাণমণ্ডিত হয়।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"উপরন্তু, আপনাদেরকে অবশ্যই প্রতিদিন পবিত্র কুরআন পাঠ করে এর অর্থের উপর মনোনিবেশ করতে হবে, কেননা, একজন মুসলমানের জন্য পবিত্র কুরআন ছাড়া কোন জীবন নেই। ... নিজের অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধান করুন, কেননা, কেবল তখনই আপনারা অন্যদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধন করতে পারবেন।"

সভা চলাকালীন হুযূর আকদাস বলেন যে, জামা'তের মুরব্বীগণ এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আর যারা প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন তাদের সবসময় অন্যের সাথে সংবেদনশীল ও বিবেচনাপূর্ণ আচরণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে, তিনি বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে যাদের যোগাযোগ সীমিত, আপনাদের আহ্বান তাদের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছানো উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনাদের উচিত ঐ সকল আহমদী, যারা জামা'ত থেকে দূরে, তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে আহ্বান ও পথপ্রদর্শন করা। তাদেরকে স্মরণ করান যে, তারা এসকল পশ্চিমা দেশে এ কারণেই অভিবাসন লাভ করেছেন যে, তারা আহমদী। তাদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণেই তাদের অবস্থা এখন উন্নত হয়েছে, তাদের সামনে সম্ভাবনার দ্বারসমূহ উন্মোচিত হয়েছে, আর তাদের ছেলেমেয়েরা উন্নত শিক্ষা লাভ করছে। আপনাদের উচিত অত্যন্ত বিনয় এবং

বিবেচনাপ্রসূত উপায় তাদেরকে স্মরণ করানো যে, তারা আজ এখানে খোদা তা'লার অনুগ্রহের ফলেই এসেছেন, আর তাই তাদের উচিত তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত থাকা এবং ধর্মের সেবায় সচেষ্ট থাকা। তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলুন আর সর্বদা তাদের জন্য দোয়া করুন।"

সভার শেষভাগে জামা'তের একজন মুরব্বী এ প্রশ্ন করেন যে, পশ্চিমা জগতে ধর্মকে ক্রমাগত পরিত্যাগ করার প্রবণতার প্রেক্ষাপটে তরুণ প্রজন্মকে কীভাবে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখা যায়।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, জামা'তের যেসকল তরুণ মুরব্বী পশ্চিমা জগতে লালিত-পালিত ও শিক্ষিত হয়েছেন, তারা যেন ধর্মের গুরুত্ব অনুধাবনে তরুণ প্রজন্মকে পথনির্দেশনা প্রদানে দায়িত্ব পালন করেন। আপনাদের তরুণদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হওয়া উচিত, এবং আমাদের অঙ্গসংগঠনগুলোর পাশাপাশি, তাদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কাজে সম্পৃক্ত করা উচিত, যেন অল্প বয়স থেকেই তাদের মাঝে সেবার প্রেরণা গড়ে ওঠে। আহমদী তরুণ প্রজন্মকে আজকের সমাজের ক্ষতিকর দিক এবং নেতিবাচক প্রভাবসমূহ থেকে রক্ষা করা আমাদের জন্য এক চ্যালেঞ্জ। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রচেষ্টায় অধ্যবসায়ী হতে হবে এবং কখনও হাল ছাড়া চলবে না। আপনারা তরুণ প্রজন্মের পথ প্রদর্শন এবং প্রশিক্ষণের জন্য যত বেশি সময় এবং প্রয়াস ব্যয় করবেন, আমাদের জামা'তের সাথে তাদের বন্ধন তত বেশি শক্তিশালী হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এটি সেই গুরুভার যা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তরুণ মুরব্বীগণের কাঁধে ন্যস্ত হয়েছে, কেননা, পশ্চিমা সমাজে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে আমাদের জামাতের তরুণ সদস্যদের সাথে তারা সহজে একাত্ম হতে পারেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন। এটি আমার বিশ্বাস যে, আমাদের তরুণ মুরব্বীগণ যদি আল্লাহ তা'লার সাথে প্রকৃত ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার এক সম্পর্ক গড়ে তোলেন, তবে, ইনশাআল্লাহ, তারা সমাজের চিত্র পাল্টে দেয়ার মত পরিবর্তন আনয়নকারীদের মধ্যে গণ্য হতে পারবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি তরুণ মুরব্বীগণ সমবেতভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দণ্ডায়মান হন, তবে নিশ্চয় এক সত্যিকারের আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধন করা সম্ভব, যেখানে মানুষ তাদের স্রষ্টার আরো নিকটবর্তী হয়।"